রিক্তের বেদন

—শ্রীদীপ্তি প্রকাশ মুখোপাধ্যায়
[বিজ্ঞান-দ্বিতীয় বর্ষ]

আমার জীবন শুধু ব্যথা ভরা
নাহি তার কোন সুর,
ক্ষণিক হরষ জাগিয়া আবার
চলে গেল বহুদূর।
আমার জীবনে জ্বলিল না আলো
গেল না অন্ধকার,
বাজিল না বাঁশী উৎসবহীন
গৃহ অঙ্গনে তার।

হয়ত সেথায় জ্বলিত আলোক
আমার ভুবন মাঝে,
বাজিত বাঁশরী, দীর্ণ কুটীর
সাজিত মধুর সাজে।
হয় ত সেথায় আসিত দয়িত
রূপরাশি লয়ে তার,
স্নিগ্ধ পরশে মুছে দিত মোর
বিপুল বেদনা ভার

পূর্ণ ত ওগো হ'ল না সে সব
চলে গেল এত দিন,

স্বপনেতে দেখা কাহিনীর মত
স্বপনেই হ'ল লীন
নিঠুর হৃদয় দেবতা আমার
সদয় হ'ল না আর,
পূলকের সুধা করিবারে পান
নাহি দিল অধিকার।

কেঁদে কেঁদে গেল রিক্ত যে মোর
জীবনের সারাবেলা,
আঁধার রহিল ভুবন আমার
হ'ল না প্রদীপ জ্বালা।

———

পথিক

[কথিকা

———

—শ্রীশঙ্কর সেন।

দিগন্ত প্রসারিত মাঠ।

সে চলে, শুধু চলে। কোথা চলে সে কি জানে? সমুখে পথ পায়, তাই চলে—বাধাহীন।

সে চলে মাঠ বেয়ে। তাকে লোকে বলে—পাগল। কিন্তু সে কি তাই?

তারাও জানে না, তাই একটা নামে ডাকে—পাগল!